টেলিজিজ্ঞাসার ডেস্ক থেকে

গোপন সমস্যার সমাধান খুঁজছেন? কাউকে বলতে দ্বিধা করছেন? একটি ফোন কল দিতে পারে আপনার সমাধান। কিন্তু তাতেও আছে অস্বস্তি। অপরিচিত একজনকে ফোন করে কিভাবে সমস্যার কথা বলবেন এই দ্বন্দ্ব কাজ করে তখন। এমন অবস্থায় পড়লে চিঠি লিখে আপনার সমস্যা জানান এই বিভাগে। টেলিজিজ্ঞাসা'র ডেস্ক থেকে বিশেষজ্ঞের সমাধান পেয়ে যাবেন...

সোশাল মার্কেটিং কোম্পানীর সৌজন্যে

- আমি শামীম। গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউটে পড়ছি। বয়স ২৭। ছেলেবেলা থেকেই আমি সমলিঙ্গের প্রতি অন্য ধরনের আকর্ষণ বোধ করতাম। পুরুষের শরীরের গন্ধ, ইত্যাদির প্রতি ছিল আমার প্রবল আকর্ষণ। যেমন- আমাকে কোনো পুরুষ মানুষ কাছে ডাকলো আমি তখন তাদের শরীরের গন্ধ শুকতাম। সুযোগ পেলে অঙ্গ স্পর্শ করতাম। এমনও হয়েছে, বাসায় কোনো পুরুষ মেহমান এসে ঘুমুচ্ছে আমি চুপি চুপি তাকে স্পর্শ করে আনন্দ নিতাম। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। আমার এক কাজিন ভার্সিটিতে ভর্তির উদ্দেশে আমাদের বাসায় এসেছেন। এক দুপুরে বাড়িতে কেবল আমরা দু'জন। (উনি সম্ভবত আমার আচরণ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন) ওর শরীরে ঠেস দিয়ে গল্প শুনছিলাম। উনি একটা হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। আমি ওর অন্য হাত নিয়ে খেলছিলাম। এক সময় ওর অঙ্গ আলতো করে স্পর্শ করি। উনি বাধা দেন না। মুঠো করে ধরি। উনি suck করতে বলেন। পরবর্তীতে প্রায় শতাধিক পুরুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়। বর্তমানে আমার এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, সমলিঙ্গের কোনো মানুষকে দেখে কিংবা কথা বলে হয়তো আমার ভালো লাগল। যতক্ষণ না তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হচ্ছে, ততক্ষণ আমি তার পিছু ছাড়ি না। এক্ষেত্রে আমার বয়সী থেকে আমার চাইতে অনেক বড় সব বয়সী মানুষ আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি নিজে তৃপ্ত হওয়ার চাইতে অন্যকে তৃপ্ত করতেই বেশি পছন্দ করি। পুরুষের শরীরের ঘামের গন্ধ, অঙ্গের স্পশ আমার কেমন নেশার মতো লাগে। অথচ পুরুষের সব বৈশিষ্ট্যই আমার মাঝে বিদ্যমান। লিঙ্গের আকার, স্বাস্থ্য, উচ্চতা, গলার স্বর কিংবা বাহ্যিক আচরণ কোথাও কোনো সমস্যা নেই। সপ্তাহে অন্তত দু'বার করি masterbation, অথচ নারী শরীরের প্রতি আমি কোনোরকম আকর্ষণই বোধ করি না। আমি কি পুরোপুরি অসুস্থ? কখনো মনে হয়, আমার ক্ষেত্রে হয়তো এই জীবনই স্বাভাবিক। কখনো প্রচণ্ড হীনম্মন্যতায় ভুগি। তখন মনে হয় মৃত্যুই পরিত্রাণের একমাত্র পথ। আমি এখন কি করবো দয়া করে বলে দেবেন কি?

শামীম
১০৬ মধ্য পিরের বাগ, মিরপুর

টেলিজিজ্ঞাসার ডেস্ক থেকেঃ নারী ও পুরুষের মাঝে যে যৌনক্রিয়া সেটাকেই স্বাভাবিক ধরা হয়। এ বিবেচনায় আপনার যৌন আচড়নকে অস্বাভাবিক বলা যায়। যে কোনো অস্বাভাবিক বিষয়ের বীজ কিন্তু একেবারে শৈশবে বপন হয়, যা অংকুরিত হয়ে আস্তে আস্তে নিজের অজান্তেই পুরো মস্তিস্ককে আচ্ছাদিত করে ফেলে। এটা কোনো শারিরীক সমস্যা নয়। পুরোটাই মনস্তাত্ত্বিক। অনেক সময় বিকৃত মানসিকতার কোনো পুরুষ ছোট ছোট শিশুর মাধ্যমে বিকৃত আনন্দ পেয়ে থাকে। তারা হয়তো শিশুদেরকে দিয়ে নিজেদের অঙ্গ প্রতঙ্গ নাড়াচাড়া, ঘসাঘসি ইত্যাদি করে থাকে। এভাবে সেই সব শিশুদের মস্তিস্কে ঐ স্মৃতিগুলো থেকে যায় কিন্তু এগুলো পরবর্তীতে তার মনে নাও থাকতে পারে। পরে সেই শিশু বড় হয়ে কোনো পুরুষের কাছে গেলে তার মস্তিস্কে সংরক্ষিত স্মৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে এবং তাকে অস্বাভাবিক কাজে উৎসাহিত করতে পারে। প্রবল মানসিক শক্তি দিয়ে এই অস্বাভাবিকতা হতে বের হয়ে আসতে হবে। কোনো সহানুভূতি সম্পন্ন বান্ধবী বা স্ত্রী এক্ষেত্রে রাখতে পারে যথাযথ ভূমিকা। প্রয়োজনে ভালো কোনো মনস্তাত্ত্বিকের সঙ্গে পরামর্শ করা যেতে পারে।

- আমি ২৪ বছরের অবিবাহিত যুবক। বর্তমানে এমএ পড়ছি। আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি। মাঝে মাঝে আমি যখন তার সঙ্গে গভীর চুম্বন ও আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই তখন আমার খুব দ্রুত erection হয় আমি আশঙ্কা করছি যে, বিয়ের পর তাকে তৃপ্ত করতে পারবো কিনা। কারণ fore play করতে যেয়ে যদি হয়ে যায় তাহলে তো তাকে আনন্দ দিতে পারবো না। এ ব্যাপারে আমি ভীষণ ভয়ে আছি। তাছাড়া আমার অঙ্গটিকে মাথার চেয়ে গোড়ার দিকে সামান্য সরু। এটা কি খুব সমস্যা হবে? দয়া করে সমস্যাটির সামধান দিলে বাধিত হব।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ১৬২, জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

টেলিজিজ্ঞাসার ডেস্ক থেকেঃ আপনার আচড়ন সম্পর্কে কোনো ধারণা দেননি। তবুও বর্নিত সমস্যা হতে বোঝা যাচ্ছে আপনার স্পর্শকাতরতা স্বাভাবিক চেয়ে একটু বেশি। এটা কোনো অসুস্থ্যতা নয়। সাধারণত অতিরিক্ত এসব চিন্তা, ঘন ঘন মৈথুন, যৌন আনন্দদায়ক বই, ছবি বা চলচিত্র ইত্যাদির সংস্পর্শে বেশি থাকলে -স্পর্শকাতরতা সাময়িকভাবে বেড়ে যেতে পারে। কোনো কিছুই যে অতিরিক্ত ভালো নয় তাতো মনিষীগণ সব সময়ই বলে এসেছেন। এখন নিশ্চয়ই আশা করা যায় এ সাময়িক অসুবিধার সমাধান আপনার কাছেই রয়েছে। আর সরু-মোটার ব্যাপারটা কোনোই সমস্যা নয়, সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। নিশ্চিন্ত মনে যথাসময়ে বিয়ে করুন, আপনাদের জীবনও আর দশটা স্বাভাবিক দম্পতির মতোই প্রবল আনন্দময় হবে।

ঘোষণা

সাপ্তাহিক ২০০০-এ এখন থেকে চিঠির মাধ্যমে শারীরিক বা যৌন সমস্যা, যৌনবাহিত রোগ কিংবা এইডস সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে। আপনার যে কোনো সমস্যা নিয়ে লিখুন। বিশেষজ্ঞ মতামত হয়ত পাল্টে দিবে আপনার জীবনকে। এসএমসি'র পৃষ্ঠপোষকতায় **'টেলিজিজ্ঞাসার ডেস্ক থেকে'** বিভাগটি চালু হলো অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। এখানেই আপনার সমস্যার সমাধান দেয়া হবে। প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে এই বিভাগটি প্রকাশিত হবে। কাজেই প্রশ্ন থাকলে ২০০০-এর ঠিকানায় সেকশনের নাম উল্লেখ করে চিঠি পাঠাতে পারেন। নাম ঠিকানা জানবার কোনো প্রয়োজন নেই। ছদ্মনামে পাঠালেই চলবে। তবে একটি ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন আপনার সম্পর্কে এবং আপনার সঙ্গী/সঙ্গিনী সম্পর্কে যথাযসম্ভব খুলে বলবেন। নইলে সঠিক পরামর্শ দেয়া কঠিন হবে। ইতিমধ্যেই আমরা অনেক চিঠি পেয়েছি। পর্যায়ক্রমে আপনারা আপনাদের চিঠির উত্তর পেয়ে যাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানা:

'টেলিজিজ্ঞাসার ডেস্ক থেকে'
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬/৯৭, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

এইচআইভি/ মুক্ত এবং অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে নির্দ্বিধায় ফোন করুন- টেলিজিজ্ঞাসা:
টেলিফোন নং: **মহিলাদের জন্য ৮৮১১৪৭৫, পুরুষদের জন্য ৮৮১২৬৭০**
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত